আমাদিন

তারিখ ..... 7 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

নাগেশ্বরীতে ৩৯৫ আনন্দ স্কুলের অধিকাংশেরই হদিস নেই

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী পৌর এলাকা ও ১৪ ইউনিয়নে কাগজ-কলমে ৩৯৫টি আনন্দ স্কুল স্থাপন করা হলেও বাস্তবে অধিকাংশেরই হদিস নেই। বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠার সময় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। প্রথমদিকে ধার করা শিক্ষার্থী দেখিয়ে স্কুলগুলোর অডিট হলেও একের পর এক বন্ধ হয়ে যায়।

উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নে কাগজ-কলমে ৩৫টি আনন্দ স্কুল থাকলেও প্রায় সবই বন্ধ। চর ডাক্তারপাড়ায় স্কুলের ঘর নেই। এখানে ৩০ শিক্ষার্থীর নাম থাকলেও পাঠদান হয় না। এক সেমিস্টারে (৪ মাস) সাইনবোর্ডসর্বস্ব ৩৮৭ স্কুলের বিপরীতে শিক্ষকের বেতন বাবদ ৪৬ লাখ ৪৪ হাজার, ঘর ভাড়া ৬ লাখ ১৯ হাজার ২০০, শিক্ষা উপকরণ ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬০০ এবং পোশাক বাবদ ৪৬ লাখ ৪৪ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে শিক্ষা অফিসারসহ স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী জড়িত।

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রক) প্রকল্প-২ এর আওতায় ঝরে পড়া হতদরিদ্র শিশুদের স্কুলমুখী করতে ২০১১ সালে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী পৌর এলাকা ও ১৪ ইউনিয়নে ৩৯৫টি আনন্দ স্কুল চালু হয়।

পোশাক তৈরি বাবদ জনপ্রতি ৪০০ টাকা, শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রথম-তৃতীয় শ্রেণি ২০০ টাকা এবং চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি ৩০০ টাকা, পরীক্ষা বাবদ ১০০ টাকা, মাসিক বেতন ৩ হাজার টাকা এবং বাড়ি ভাড়া বাবদ ৪০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

এ ছাড়াও প্রতিবছর স্কুল মেরামতের জন্য ১০০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমান জানিয়েছেন, আনন্দ স্কুলের সঙ্গে শিক্ষা অফিসের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।